# মাতৃভাষা দিবস

রামপ্রসাদ ব্যানার্জী

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা। এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। এই দিবসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমি বিভিন্ন স্থানে কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে সচেতনতা বিষয়ে প্রদর্শনী করি, তার সঙ্গে হাস্য কৌতুক অনুষ্ঠান করি। এঙ্কারিংও করি। আমি বলবো বাংলা ভাষা নিজের ভাষা। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলি। তাই বাংলা ভাষার চর্চা আরও বৃদ্ধি পাক। নতুন ছেলেমেয়েরা আরও বেশি করে বাংলা ভাষা শিখুক। তারা ইংরেজি, হিন্দি অবশ্যই শিখুক, জানুক। কিন্তু বাংলা ভাষাও জানুক। বাংলা আমাদের ঐতিহ্য, বাংলা আমাদের সংস্কৃতি। মাতৃ ভাষা দিবসে বলবো, জয় হোক বাংলা ভাষার। বাংলা ভাষা সত্যিই গর্ব করার মতো ভাষা। সবাই ভালো থাকুন।

*(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে, তিনি কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে সামাজিক সচেতনতার প্রচার করেন। তার সৃজন প্রতিভা বিভিন্ন মহলে সমাদৃত)*

# অমর একুশের ভাবনায়

ডাঃ পার্থপ্রতিম পান

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। প্রথমে খবরের ঘন্টাকে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন তারা এই একুশে ফেব্রুয়ারির সংখ্যা প্রকাশ করছে বলে। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাঙালির নয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যারা তাদের মাতৃভাষাকে ভালোবাসেন, সম্মান করেন তাদের জন্য একটি উজ্জ্বলতম দিন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় রফিক, জব্বার, বরকত পুলিশের গুলিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তারপর আরও অনেক প্রান উৎসর্গীকৃত হয়েছে ভাষাকে ভালোবাসে। ভাষাকে ভালোবেসে প্রাণ দান করা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেই জন্য ১৯৯৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ সবার অনুমতি নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে অনেক ভাষা আছে । অনেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক ভাষা নানা কারণে, সাম্রাজ্যবাদের ভাষার আক্রমনে হারিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার ,প্রত্যেকে নিজের ভাষাকে ভালোবাসবে। নিজের ভাষায় কথা বলবে, নিজের ভাষায় লিখবে। কারণ মায়ের ভাষা, মাতৃভাষা। তাতে মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দ্য। মাতৃ ভাষায় মানুষ নিজের ভাব প্রকাশ যত সুন্দরভাবে করতে পারে--পড়াশোনা, জ্ঞানচর্চায় যত সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ হতে পারে তা অন্য ভাষাতে সম্ভব নয়। তৃতীয় ভাষা তা পারে না। কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলা যেতে পারে, ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজরা যেসব অঞ্চল দখল করেছিল, সেই সব অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশরা যেখানে দখল করেছিল সেখানে স্পেনীয় ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে আরও দুর্ভাগ্য ভারতেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। গুজরাটি ভাষা যে মান্যতা পাচ্ছে বাংলা ভাষা তা পাচ্ছে না। অথচ এই বাংলা ভাষাই ভারতবর্ষকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে। বাংলা ভাষাই সাহিত্য, চিন্তায় যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তা কিন্তু ভারতের অন্য ভাষা অর্জন করেনি।

১৯৫২ সালে যুদ্ধ শুরু হয় বাংলাদেশে। অনেকের প্রাণ যায়। তাদের যুদ্ধের জেরে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হলো বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। তারপরও নিপীড়ন চলতে থাকলো নানাভাবে। ভাষা আন্দোলনে যে সূত্রপাত হলো, তার জেরে শেষে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে এই একুশে ফেব্রুয়ারি একটি পবিত্র দিন। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা অনেক সহজ ভাবে পেয়েছি। তাই এই ভাষাকে আমরা গুরুত্ব দিতে ভুলে গিয়েছি। *(ডাক্তার পান কনসালট্যান্ট রিউম্যাটোলজিস্ট ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট, প্রফেসর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান। )*




# খবরের ঘন্টা

**RNI NO WBBEN/2015/69355**

**Monthly Magazine**
**Vol. IV Issue-7**

**1st February-28th Februuary 2021 Amar Ekush**

**চতুর্থ বর্ষ-সংখ্যা-৭ অমর একুশ সংখ্যা**

৮ই ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০২১, অমর একুশ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
ডাঃ শীষেন্দু পাল
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (সমাজকর্মী)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)

**Rs. 20/-**

**দাম ঃ ২০ টাকা**

Editor ঃ Bapi Ghosh
Asstt. Editor ঃ Shilpi Palit
Design ঃ Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing ঃ Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh. Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri. Editor Bapi Ghosh.

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

**KHABARER GHANTA**
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)


এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

## সূচীপত্র


কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৪
একুশে ফেব্রুয়ারী.....পাঞ্চালী চক্রবর্তী.....০৯
শ্রুতিমধুর ভাষা বাংলা.....বাবলী রায় দেব.....১০
বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান চাই.....সজল কুমার গুহ...১১
অনুভূতি.....রিয়া মুখার্জী (ডল).....১২
ভাষার জন্য.....কবিতা বণিক.....১৪
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী.....অনিল সাহা.....১৫
ভাষা মানুষের নীরব চিন্তার প্রতিফলন.....সজল কুমার গুহ....১৬
আমার গর্বের ভাষা.....শিল্পী পালিত.....১৮
ভাষাই আমার সাধনা.....শুভজিৎ বোস.....১৯
অমর একুশে.....গণেশ বিশ্বাস.....২১
সাইনবোর্ডে বাংলা চাই.....চিন্ময় চক্রবর্তী.....২১
একুশে ফেব্রুয়ারী.....ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার.....২৪
মাতৃভাষা দিবস.....মৃনাল পাল.....২৫
মাতৃভাষার চর্চা প্রসারিত হোক.....নির্মলেন্দু দাস (কবি চন্দ্রচূড়)...২৫
বাংলা ভাষার জন্য সর্বস্তরে চেষ্টা করুন.....আশীষ ঘোষ.....২৬
বাংলা আর বাংলা.....সঞ্জীব শিকদার.....২৬
মাতৃভাষা দিবস.....কণিকা ঘোষ.....২৮
মাতৃভাষা দিবস.....রামপ্রসাদ ব্যানার্জী.....৩২
অমর একুশের ভাবনায়.....ডাঃ পার্থপ্রতিম পান .....৩২

**ঃ কবিতা ঃ**

বাংলা কোথায় পাই.....আনোয়ার হোসেন মিছবাহ.....১৩
অমর একুশে.....প্রদীপ কুমার দে.....১৩
অমর একুশে.....নিখিল সরকার.....১৭
একুশে স্মরণে.....সাবিত্রী দাস.....১৭
মায়ের মুখের বুলি.....অশোক পাল.....২০
ভাষা শহীদের গান.....বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য.....২০
মাতৃভাষা.....সুশ্বেতা বোস.....২২
বাংলা ভাষা.....চন্দন ঘোষ.....২৩
জাতির অহঙ্কার.....গণেশ বিশ্বাস.....২৭
জীবনানন্দের কবিতার পাতা.....সাগরিকা কর্মকার.....২৭
বসন্ত উৎসব.....মুকুল দাস.....২৭

**ঃ প্রতিবেদন ঃ**

একুশে ফেব্রুয়ারী শ্রী মায়ের আবির্ভাব দিবস, শিলিগুড়িতেও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান.....২৯

বাত ব্যথার শেষ কথা--'রিলিফ'

## সেরিব্রাল পলসি, স্ট্রোক, প্যারালিসিস ?

সুস্থতার একমাত্র হদিশ--**'রিলিফ'**

## রিলিফ রিউম্যাটোলজি রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক ও ফিজিওথেরাপী সেন্টার

১৫ বলাই দাস চ্যাটার্জী রোড, হাকিমপাড়া,শিলিগুড়ি।

ফোন - ০৩৫৩-২৪৬০৮৯৩, ৯১২৬৫৮৯৫৪৪, ৯৬৮১১৭৭৫৩৭

**আধুনিক যন্ত্রপাতি, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফিজিওথেরাপিস্টরা**

**চিকিৎসা নির্দেশ**

কনসালট্যান্ট রিউম্যাটোলজিস্ট ও রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট

**প্রফেসর-উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের বিভাগীয় প্রধান**

**ডাঃ পার্থপ্রতিম পান**

এম বি বি এস, এম ডি (ক্যাল) গোল্ড মেডালিস্ট

শিবমন্দির শাখা ঃ

মেডিক্যাল মোড় পেট্রোল পাম্পের কাছে, বামেশ্বরী কালী বাড়ির সামনে

ফোন ঃ ৭৬০২৯৮৬৬৯০

শ্রী মায়ের আবির্ভাব দিবস পালনের জন্য অন্য স্থানের সঙ্গে শিলিগুড়িতেও প্রয়াস চলছে। শিলিগুড়িতে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক রাজেশ কন্দই জানালেন, সেই বিশেষ পুণ্য দিনে আমরা আমাদের সেন্টার সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলি। ধূপধুনো, আধ্যাত্মিক আলোচনা দিয়ে সেদিন আমরা পালন করবো নিষ্ঠার সঙ্গে। সমবেত ধ্যান করা হয়। তারপর প্রসাদ গ্রহন করা হয় । শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সকলে পন্ডিচেরী আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা শ্রীমা এবং শ্রী অরবিন্দের বিভিন্ন দর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহন করছেন। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন এমনিতে প্রতি বুধবার এবং রবিবার রাত আটটা থেকে নটা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হয়। ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সদস্য তথা আহ্বায়ক চন্দ্রকান্ত মাহাতো বলেন, ' নিজেদের মধ্যেকার চেতনা আরও উন্নত করতে আমরা নিয়মিত শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার দর্শন অনুসরন করি। ' পুরনো সদস্য দিলীপ আগরওয়ালা বলেন, 'আমি এখানকার ম্যানেজিং ট্রাস্টি। ২২ বছর ধরে এখানে যুক্ত। শ্রী মা এবং শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা আমাদের নিজেদের জীবনে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়। শ্রীমা বলতেন, একটা আইল্যান্ড তৈরি করো। আমি নিজের ভিতরে বিকাশ ঘটাতে পারলে, অন্যের ভিতরেও তা পারবো। এখানে আমরা সকালে ধ্যান অনুশীলন করি। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা শ্রী মায়ের সঙ্গে যুক্ত। ' তাপস দত্ত বলেন,' একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মায়ের জন্মদিন। কেউ এই কেন্দ্রে এসে প্রার্থনা করেন, কেউ বাড়িতে বসেই করেন। শ্রী মা সর্বত্র বিরাজমান। সেদিন আমরা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক আলোচনা, ধ্যান করি। শ্রী অরবিন্দ মায়ের চারটে রুপ ব্যাখা করে গিয়েছেন। ওনার অন্যান্য আরও বহু রুপ আছে কিন্তু বর্তমান যুগে তিনি বিশেষত মহেশ্বরী, মহাকালী , মহালক্ষী এবং মহাসরস্বতী এই চারটে রুপকে কেন্দ্র করে এই জগৎ এর সর্বপ্রকার উন্নতির বিকাশের জন্য উনি ব্যবহার করেছেন। 'সঞ্জীব আগরওয়ালা বলেন,' একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা সুন্দরভাবে উদযাপন করি। শ্রীমা এবং শ্রী অরবিন্দ থেকে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহন করার চেষ্টা করি। আত্মবিকাশের জন্য বিভিন্ন ভাবে আমরা প্রয়াস নিচ্ছি শ্রী মা এবং শ্রী অরবিন্দের



আশীর্বাদ আমরা সবসময় প্রার্থনা করি। '

পন্ডিচেরীতে প্রথম আসেন ১৯১৪ সালের ২৯ মার্চ তাঁর স্বামী পল রিসারকে সঙ্গে নিয়ে । এরপর শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।শ্রী মা এবং তাঁর স্বামী পল রিসার উদ্যোগে শ্রী অরবিন্দের বিভিন্ন সময়কার লেখা নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল আর্য্য নামের পত্রিকা। আর তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট , শ্রী অরবিন্দের জন্মদিনে। সেই আর্য্য পত্রিকা ফরাসিতে অনুবাদ করে ফরাসি পত্রিকা রিভিউতে প্রকাশ করতেন শ্রীমা। পত্রিকার বিভিন্ন দিক পরিচালনার দায়িত্ব শ্রী অরবিন্দ শ্রী মায়ের ওপর অর্পণ করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৪ নভেম্বর প্রথম পন্ডিচেরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমা। পন্ডিচেরীতে থাকাকালীন শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মা সংঘবদ্ধ এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারা বৃহত্তর ভারত নয়, সংঘবদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার ভাবনায় কাজ করেছিলেন। আর তার জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন। শ্রীমা তাঁর মানব শরীরে থাকার সময় গভীর সাধনায় মগ্ন থেকে বহু দর্শন দিয়ে গিয়েছেন যা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু মানুষ অনুসরন করে চলেছেন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অনুরাগীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁরা শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক যোগ, মানুষে মানুষে প্রেম-বন্ধন জোরদার করার ভাবনায় কাজ করে চলেছেন। নিজের ভিতরের আত্মিক বিকাশের জন্য চলছে তাঁদের অধ্যাত্মসাধনা। শ্রী মা মানব শরীর পরিত্যাগ করেন ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর। শিলিগুড়ি মিলন পল্লীতে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সদস্য-অনুরাগীরাও সেই পথের পথিক। আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি

## সম্পাদকীয়

# মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এবারে এই প্রথম খবরের ঘন্টা মাতৃভাষা দিবসকে সামনে রেখে পত্রিকা প্রকাশ করছে। করোনা পরিস্থিতিতে পত্রিকার প্রকাশনা প্রচন্ড লড়াই। তবুও লড়াই চালিয়ে খবরের ঘন্টা করোনার মধ্যেও তাদের প্রকাশনা নিয়মিত অব্যাহত রেখেছে। এজন্য অবশ্য বিজ্ঞাপন দাতা সহ অন্যদের উৎসাহের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। মাতৃভাষা দিবসের বিশেষ গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই এবারে প্রকাশিত হলো এই অমর একুশ বিশেষ সংখ্যা। আমরা চাই মাতৃভাষার চর্চা ও প্রসারতা আরও বৃদ্ধি পাক। ইংরেজি আমরা অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে শিখবো বা জানবো। ইংরেজিতে অবশ্যই কথা বলবো, লিখবো। অন্য ভাষা যেমন হিন্দিরও গুরুত্ব রয়েছে। সব ভাষারই গুরুত্ব রয়েছে। কোনওভাষাকেই আমরা অবহেলা করছি না। সব ভাষারই প্রচার ও প্রসার ঘটুক। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে বাংলা ভাষার প্রসার আরও বৃদ্ধি পাক। বাংলা ভাষার চর্চা আরও বৃদ্ধি পাক। মাতৃ ভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান। মাতৃ ভাষার চর্চা যাতে আরও বৃদ্ধি পায়সেজন্য আমাদের অন্তত এই বাংলার বাংলা ভাষাভাষীদের আরও সতর্কভাবে দাবি তোলা দরকার। বহু ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি বা হিন্দিতে সাইনবোর্ড রয়েছে। বাংলা নেই। আবার ত্রিভাষা সূত্রমেনে অনেক সরকারি অফিসে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহার নেই। এই বিষয়গুলো নিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে নজর দিতে হবে।

যারা এই সংখ্য প্রকাশনায় লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সবচেয়ে বড় কথা যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

------বাপি ঘোষ( সম্পাদক, খবরের ঘন্টা। )

# কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা-৫

*(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি,তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছি নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।--মুসাফীর)*

এখানে সংসার মায়া নয় শুধুমাত্র লীলাক্ষেত্রও নয়, সংসারকে এখানে প্রভূত মূল্য দেওয়া হয়েছে কারণ এই সংসার হচ্ছে মহাকাশে যাত্রা করার জন্য যেমন লঞ্চিং প্যাড দরকার। এখানে ও সংসারকে মানুষের পরবর্তী ধাপে উঠবার জন্য ক্ষেত্র-ভূমী হিসেবে দেখা হয়। কারন মাতাজী বলেন মানুষ বিবর্তনের শেষ কথা নয়, সৃষ্টি কর্তা মানুষ সৃষ্টি করে মানুষের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন মানুষের উপরে ওঠার কাজটির। এটিই তাঁর লীলা বৈচিত্র। মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং বিকাশকে কেন্দ্র করে বহু সাংগঠনিক কার্যকলাপের কথা তোমার জানা। কিন্তু কেন এই প্রয়াস, মানুষের মধ্যে এখন পশু ভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান। দেখ মাঝেমধ্যে আমরা কোন মানুষের গুনগত মান ও কাজের জন্য তাঁকে দেবতুল্য বলি, কারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি

# একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রী মায়ের আবির্ভাব দিবস ,শিলিগুড়িতেও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবস। শ্রীমায়ের পূর্ব নাম ছিল মীরা আলফাসা। তিনি পন্ডিচেরীতে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ফ্রান্সের প্যারিস তাঁর জন্মস্থান। শ্রী মা বা দ্য ডিভাইন মাদার নামেই তিনি পরিচিত। ফ্রান্স থেকে তিনি


With Best Compliments From :
Mrs. Kanika Ghosh
(Principal)
CELL : 9153037995

AMRITA
Fabric & Handicraft Teaching Centre (Govt. Registered)

FABRIC PAINTING, HANDICRAFT, BATIK, BANDHNI, CERAMIC, CUTTING, EMBROIDARY, BEAUTICIAN, CANDLE, FLOWER & DOLL MAKING, SOFT TOYS, FOIL WORKS etc.

SREEMA SARANI, HAIDERPARA, SILIGURI-734006

# মাতৃভাষা দিবস

কনিকা ঘোষ

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস এবং সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শ্রীমা সরনিতে রয়েছে আমাদের অমৃতা। হাতের কাজ শেখানো হয় এখানে। প্রতিবছর সরস্বতী পুজো আমাদের এখানে ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। এবারে তা হলো না করোনা সহ অন্যান্য কারনে। এখানকার ছাত্রীরা হাতের যা কাজ শেখেন তার ওপরই হয় অন্যরকম থিমের সরস্বতী পুজো। ছাত্রীরাই তৈরি করেন সরস্বতী প্রতিমা। তারাই সাজিয়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠানের আশপাশের পরিবেশ। কিন্তু এবারে থামতো হলো। আমাদের এখানে ফেব্রিক পেইন্টিং, হ্যান্ডক্রাফটস, বটিক, বাঁধনি, সেরামিক, কাটিং, এমব্রয়ডারি, বিউটিসিয়ান, মোমবাতি তৈরি, পুতুল নির্মান, সফট টয়েজ প্রভৃতি শেখানো হয়। বহু বছর ধরে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান চলছে। এখানে হস্তশিল্পের কাজ শিখে বহু মেয়ে বা মহিলা আজ স্বনির্ভর। অনেকে দুপয়সা আজ রোজগারও করছেন। এবারে করোনা শুরু হওয়ার পর আমাদের ক্লাস বন্ধ। তবে শীঘ্রই আবার খুলবে করোনা সচেতনতা মেনে। করোনার এই সময় অনেকেই আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছেন। তারা অনেকে হাতের কাজের মাধ্যমে এখন দুটা পয়সা রোজগার করছেন। আমরা চাই মেয়েরা আগও এগিয়ে যাক। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াক বা স্বনির্ভর হোক। আমার স্বামী নাট্য ব্যক্তিত্ব আমাদের কাজে তাঁর সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন। বিশেষ করে সরস্বতী পুজোর সময়। তাঁর বাচিক শিল্প প্রতিভা এবং অন্য সৃজন প্রতিভার মাধ্যমে সরস্বতী পুজোর সময় আমাদের এখানে সৌন্দর্যায়নে সহযোগিতা করেন। এবারে থামতে হলো নানা কারনে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই থাকলো প্রার্থনা। আর সবশেষে বলবো, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব আমাদের সকলের কাছে অপরিসীম। আমরা চাই বাংলা ভাষার চর্চা আরও প্রসারিত হোক, বাংলা ভাষা আরও সমৃদ্ধ হোক।

(লেখিকা শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শ্রী মা সরনির অমৃতা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা)


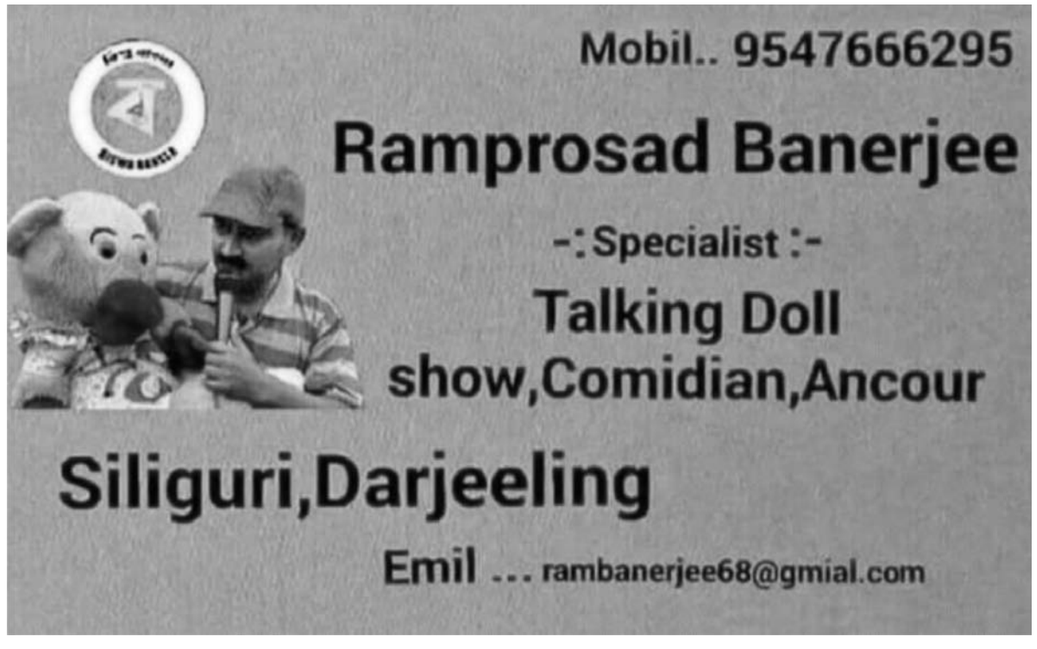





। সুপিরিয়র কোয়ালিটির এগজিসটেন্সকে আমরা সেই স্তরটিকে দেবতা বলে নির্দিষ্ট করেছি। একটা কথা জেনে রাখ দেবতা মানুষের থেকে অনেক উপরে হলেও অল পারফেক্ট নয়। এই আশ্রমে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন সব প্রোভাইড করা হয়, শর্ত শুধু একটাই যে দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে যে এনার্জি তার ব্যয় হয় সেটি সে ভগবৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে এই আশ্রমে সবরকমের স্বভাবের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রয়েছে, কোন ভেদাভেদ,সংঘর্ষ ইত্যাদি নেই। ইয়ু উইল সী আ ডিভাইন হারমোন ইন এভরিথিং। এই রেস্টুরেন্টের মেনুটি দ্যাখ।কত রকমের রাইসের ডিস রকমারি তার নামের বাহার কিন্তু মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টটি বাসমতি চাল বা রাইস। স্বভাবে মানুষ ভিন্ন হলেও পোড়ায় কিন্তু একই--সবার মধ্যেই সুপ্রীম ডিভাইন রয়েছেন। আজ এখানেই থামা যাক। ভাল কথা --ঋষি তুমি যা খুঁজছো মনে হয় তার সন্ধান পেয়েছো। ঋষি যারপর নাই চমকে ওঠে এ সংবাদ একমাত্র তার মা ছাড়া অন্য কারুর জানার কথা নয়। দাদাজী একমাত্র তার মা ছাড়া অন্য কারুর জানার কথা নয়। দাদাজী হেসে বলেন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।তুমি এমন এক জায়গায় এসেছো যেখানে মানব মনের বিভিন্ন স্তরের চেতনাকে নিয়ে গবেষণা করা হয়। চলে যাওয়া যাক।

এখানে আসার পর থেকে যা সব ঘটে চলেছে তাতে ঋষভ বেশ অবাকই হয়েছে। এই ধরনের অলৌকিক বিষয়ের কথা এতদিন শুনেই এসেছে সম্যক অভিজ্ঞতা এই প্রথম, তার মায়ের ক্ষমতার কথা তার মনেই এলো না। দেখা যাক আর কিছু ঘটে কিনা এই সব কথা শুনে ভাবতে ভাবতে রিসেপসনে পৌঁছে গেল। রেবতী খুব নম্র ভাবে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে অনন্যার চেম্বারের দিকে গেল। ঋষভ মনে মনে বললো মনে হচ্ছে দাওয়াই পড়েছে তাই এত খাতির, ওরে বাবা! এরাতো আবার মনের কথা বুঝতে পারে সাথে সাথে এলার্ট হয়ে গেল। রেবতী ফিরে এসে বেশ মিষ্টি হেসে বলে আসুন।


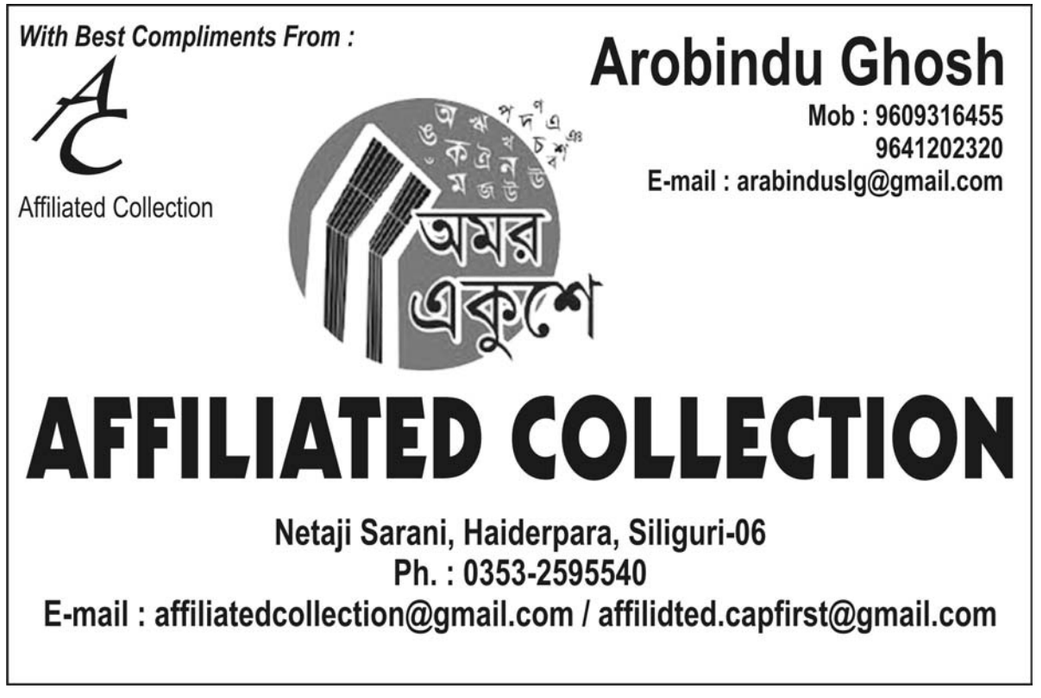

হাসলে রেবতীকে বেশ সুন্দর দেখায়। গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরী প্লীজ টেক ইয়োর সীট। উত্তরে ঋষভ বাংলায় বলে সুপ্রভাত! একেবারে হাতজোড় করে ধন্যবাদ। অনন্যা বেশ সুন্দরভাবে হাসলো, ঋষভ অনন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো আমি যে এটার খোঁজেই এতদিন অপেক্ষা করে আছি। কিছু বললেন! ওরে বাবা আবার ভুল করে ফেললাম। না কিছু বলিনিতো, নিজের এক কপি ফটো অনন্যার দিকে এগিয়ে দিল। রেবতীকে তেলুগু ভাষায় কিছু বললো। রেবতী চলে গেলে অনন্যা একটি রাইটিং প্যাড ঋষভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, মাতাজীকে একটি চিঠি লিখুন, কেন আপনি ওনার সাথে দেখা করতে চান। সংক্ষেপে উদ্দেশ্যটি লিখে দিন। প্রচলিত যে কোন ভাষায় আপনি চিঠি লিখতে পারেন। রেবতী একটি বেশ বড় আকারের লাল মখমলে মোড়া বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকলো এবং অনন্যার সামনে টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। বেরুনোর সময় ঋষভের দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসলো। তা দেখে অনন্যা একটু ঠোঁট টিপে হাসলো। ঋষি চিঠিটি লিখে খামে ভরে অনন্যার হাতে তুলে দিল। মখমলের বাক্সটি খুলে ওর ভেতর চিঠিটি ঢুকিয়ে রাখ লো- ওর মধ্যে আরো বেশ কিছু খাম আগে থেকেই রাখা আছে। বাক্সটি বন্ধ করে অনন্যা বললো--এখন এটা মাতাজীর কাছে পাঠানো হবে এবং উত্তরগুলো এলে প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটাই নিয়ম। উত্তর আসতে কত সময় লাগে? বলা খুব কঠিন কারন মাতাজীর সময়ের একটি বড় অংশ চিঠির জন্য যদিও বরাদ্দ আছে তবুও তার মাঝেমাঝে হেরফের হয়।সাধারণত পরের দিনই উত্তর এসে যায়। আচ্ছা এ্যভারেজে প্রতিদিন কত চিঠি মাতাজী দেখেন? এখন অনেক কমে গেছে, কিছুদিন আগেও প্রায় ছ থেকে সাত ঘন্টা সময় ওনার লাগতো চিঠি দেখার জন্য। এখন বেশিরভাগ চিঠি ই মেলে আসে--মাতাজীর উত্তর জেনে নিয়ে ওনার পারসোনাল সেক্রেটারি উত্তরটি ই মেলে পাঠিয়েদেন। কিছু ভক্ত শিষ্যরা মাতাজীর ব্যক্তিগত স্পর্শ হিসেবে ওনার লেখা চিঠি চান। আগে পুরো চিঠিটাই


সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

৩৮ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার উদ্বোধনের দিন (২৭-২-২১)
(শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম) উন্মোচিত হতে চলছে
উত্তরবঙ্গের মেয়ে বাবলী রায় দেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ

‘প্রজ্ঞবলিকা’

বিশিষ্টজনদের হাত ধরে। লেখিকার প্রথম উপন্যাস ‘ অ্যানি, ফিরে যাও’ যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্র মহাশয়। আশা করি, ‘প্রজ্ঞবলিকা’ বইটিও পাঠক মনে জায়গা করে নেবে।
উল্লেখ্য, শ্রীমতী বাবলী রায় দেব আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার আজীবন সদস্য। সমিতির তরফে বাবলী রায় দেবকে অভিনন্দন জানাই, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে থাকুক লেখিকা।

ধন্যবাদ সহ
সজল কুমার গুহ
সম্পাদক
আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি
শিলিগুড়ি শাখা

# জাতির অহঙ্কার

গনেশ বিশ্বাস
(অটো চালক, শিবমন্দির)

আমার প্রিয় তোমার প্রিয়
নিজ নিজ মাতৃ ভাষা
২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস
দীর্ঘ আয়ু হোক
মোদের মাতৃভাষা।
স্ব-সম্মানে জরিয়ে রাখবো
মোদের মাতৃভাষা
সকলের কাছে এই আশা।
যার যেমন ইচ্ছা
নিক অন্য ভাষায় শিক্ষা
সুরক্ষিত রেখে বাংলার সংস্কৃতি
২১শে ফেব্রুয়ারি করছি অঙ্গীকার
নিজ মাতৃভাষায় জাতির অহঙ্কার
মাতৃভাষা বাংলা গর্ব আমার,
ভাষার টানে দিয়ে বলিদনি
কতশত ভাইয়ের রক্তে হল লেখা
২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা।

# বসন্ত উৎসব

মুকুল দাস
(বয়স ৯৬ , শরৎ চন্দ্র পল্লী, শিলিগুড়ি)

ছেলেমেয়ে বৌ করছে চেঁচামেচি,
মনে মনে ভাবি বাইরে আবার হলো কি?
বারান্দায় গিয়ে দেখি আবীর মাখামাখি।
ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবছি,
আমরাও ওই বয়সে আবীর খেলেছি।
এসেছে হোলি আবীর খেলো আনন্দ মনে,
আবীরের রং রাঙিয়েছে পলাশ বনে।
রং খেলো বন্ধুবান্ধবীর সনে,

# জীবনানন্দের কবিতার পাতা

সাগরিকা কর্মকার
(মাটিগাড়া)

ভোরের দোয়েল আজও অপেক্ষারত তোমার কবিতায়.
সোনালী ধান-ক্ষেতের পাশে অসংখ্য অশ্বথ-বট
এখনো দাঁড়িয়ে তোমার কাব্যের পাতায়।
নির্জনতার ছবি তোমার কাব্যে ডুবে যায় বাবলার
গলির অন্ধকারে,
যুগ-যুগ ধরে হেঁটে চলে তোমার কবিতা
ইতিহাসের ধারায়,
অবশেষে তোমার ক্লান্তির অবসান ঘটে প্রকৃতির
রুপে বনলতার ছায়ায়।
তোমার কবিতায় প্রেম বয়ে চলে সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো,
তোমাকে খুঁজে চলে শঙ্খ চিল গোধূলি সন্ধ্যায়,
নতুন কাব্য লেখার জন্য আজও।

থেকো সাবধান, যায় না যেন গর্দান।
আনন্দ উল্লাসে রং খেলো মনের হরসে
এসেছে কান্ত, হোলির রং সঙ্গে,
আবীর দাও সকলের অঙ্গে,
ছোরা-ছুরি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকলেই হোলিতে মাতো,
আবীর নিয়ে এসেছে বসন্ত।
বশনে ভূষনে রং মাখামাখি,
খেলতে খেলতে চলে গেলো বেলা।
এখন ঘরে ফেরার পালা,
তবুও খেলছে আবীর খেলা,
ঘরে ফেরার পালা,
সাঙ্গ হলো রং এর খেলা।

# বাংলা ভাষার জন্য সর্বস্তরে চেষ্টা করুন

আশীষ ঘোষ

এবছরের একুশে ফেব্রুয়ারির বিশেষত্ব হচ্ছে এবছর ২০২১ এর ২১ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবছরই জাঁকজমকের সঙ্গে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাথে ত্রিপুরা এবং অসমের বরাক উপত্যকায় একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এদিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসও বটে। রাষ্ট্র সংঘই ওপার বাংলার বাঙালিদের অবদানকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ওপার বাংলার মানুষেরা এবং অসমের বরাক উপত্যকার মানুষেরা যথাক্রমে ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯শে মে-তে বাংলা ভাষার জন্যই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আমরা শুধুমাত্র সেই দিনটিকে স্মরন করি। গান, কবিতা, পদযাত্রা প্রভৃতিও করি। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে কোনও বাধা নেই বা এভাবেই পালন করা উচিত। কিন্তু আমরা কিন্তু বাংলা ভাষার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সেরকম কিছু করি? শুধুমাত্র একদিন একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করেই আমরা বাংলা ভাষার প্রতি কোনও অবদান সারা বছর রাখি না। পশ্চিমবঙ্গে আজ বাংলা ভাষা চূড়ান্ত ভাবে অবহেলিত। বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় সরকারি কার্যালয়ে নামফলক শুধুমাত্র ইংরেজি ও হিন্দিতে রয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যালয়গুলোতেও অনেকক্ষেত্রেই ইংরেজিতে নামফলক, বাংলাতে লেখা নেই। বেসরকারিস্তরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসের গন্তব্যস্থান প্রভৃতিতে বাংলায় লেখা নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে এমনটা ভাবা যায় না। আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি অবদান শুধুমাত্র একদিনই দিবসটি পালন করা,আর কিছুই নয়। বাংলা ভাষার জন্য আমরা কোনও দাবি পর্যন্ত করতে শিখি নি। রেল বাদে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলো হিন্দি ও ইংরেজিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু কিছু নিয়োগের পরীক্ষাতেও শুধুমাত্র ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র আসে। তার জন্য কোনও তীব্র দাবি ওঠানো হয় না। অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাদের সমস্ত নিয়োগের পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে অর্ন্তভুক্ত করে। তাহলে বাংলা পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। নতুন প্রজন্ম বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্য পড়া অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। তার জন্য অভিভাবকদেরও কোনও চেষ্টা নেই। ভারতের বেশ কিছু ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চর্যাপদের যুগের ভাষা বাংলাকে এখনও ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দেওয়া হয়নি। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ সমস্ত কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু আমরা বাংলা ভাষার ব্যবহার কমিয়ে ফেলছি। তার জন্য আমাদের কোনও হেলদোল নেই। অনেক ভ্রমনেই শুধুমাত্র ইংরেজিতে নাম লেখা হয়। ইংরেজির সাথে বাংলাতে লিখলে অসুবিধা কোথায়? বাঙালিরাই যদি বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তাহলে বাংলা ভাষার উন্নতি কিভাবে হবে? ভারতের তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক , অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য বেশিরভাগ কাজ তাদের নিজ নিজ ভাষাতেই করে। ঠিক তেমনই বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ , রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যগুলো তাদের প্রায় সমস্ত সরকারি কাজে হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষা প্রেম শুধুমাত্র একদিনের জন্য সীমাবদ্ধ। বাংলা সঙ্গীতের ব্যবহার নতুন প্রজন্মের কাছে আগের তুলনায় কম। বাংলা চলচ্চিত্রও তারা কম দেখে। পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো সংস্থা রয়েছে যারা বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে বাংলা ভাষা না লেখা হলে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ করে। যেমন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি, আমরা বাঙালি, বঙ্গীয় নাগরিক পরিষদ, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, অখিল ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ, বাংলার পক্ষে, এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড এসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময় বাংলা ভাষার জন্য দাবি তুলে ধরে। বাকিরা সবাই নিশ্চুপ। এমনকি কলেজগুলোর অনলাইন ক্লাসেও বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষা সর্বস্তরেই বঞ্চনার শিকার। অবিলম্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান , বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণকে বাংলা ভাষার স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

(লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

# বাংলা আর বাংলা

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। এই বিশেষ দিবসের গুরুত্বের কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ভাষায় শিশু জন্মের পরপরই কথা বলতে শেখে সেটাই তার মাতৃ ভাষা। কাজেই সেদিক থেকে মাতৃ ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা গুরুত্ব গোটা বিশ্বে অপরিসীম। আজ সব ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। অথচ লক্ষ্য করি, আমাদের রাজ্যে বহু ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা গুরুত্বহীন। এই ভাষাকে আজ তাই গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। বাংলা ভাষাতে পৃথিবীতে অনেক বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়েছে। দিকে দিকে প্রসারিত হোক বাংলা ভাষার চর্চা।

*(লেখক বিজেপির দার্জিলিং জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক)*



মাতাজী নিজে লিখে খামে ভরে দিতেন, এখন সময়াভাবে চিঠির শেষে মাতাজী স্বাক্ষর করে দেন। ইতিমধ্যে আগের দিনের মত চায়ের সরঞ্জাম এসে গেছে। চা খাওয়া যাক। সব শুনে বিরস মুখে বলে , আর উপায় বা কি। দরজা নক করে একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন বেশ সৌম্যদর্শন, বয়েস হয়েছে কিন্তু গঠন দেখলেই বোঝা যায় বেশ ফীট। নিঃশব্দে অনন্যার কাছ থেকে মাতাজীর চিঠির বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্য করলো বাক্সটি দেওয়ার সময় সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।চা খেতে খেতেই ফোন বেজে উঠলো অনন্যা ফোনে কথা বলে ফোনটি রেখে ঋষিকে হেসে বললো একেই বলে মিরাকেল। আপনার চিঠিটি বাক্সে রাখা হয়েছে প্রায় মিনিট পনেরো হলো, এই মাত্র মাতাজীর পার্সোনাল সেক্রেটারি ফোনে জানালেন আগামীকাল সকাল দশটার সময় আপনাকে ওনার দর্শন কক্ষে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ঋষি বিস্ময়ে হতবাক অস্ফুট স্বরে বললো-- অহো কি মোর সৌভাগ্য! আপনি মানছেন তাহলে! আমার ফীলিংসটি প্রকাশ করার জন্য আর কোন শব্দ মনে এলো না। অনন্যা খুব গভীরভাবে তার মুখের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলো, পরে খুব সুন্দরভাবে হেসে বললো একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? ঋষভ এবার অস্বস্তি অনুভব করলো বেশ বুঝতে পারলো কি জিজ্ঞেস করবে।

সপ্রতিভভাবে বললো-জিজ্ঞেস করুন। আমি লক্ষ্য করেছি আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু খোঁজেন, প্রথমদিনতো আপনি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন, পরেও বেশ আনমনা হয়ে যান দেখেছি। কি ব্যাপার একটু বলবেন অবশ্যই যদি কোন বাধা না থেকে থাকে। কোন বাধা নেই ইন ফ্যাক্ট আপনাকে বলতে পারলে আমার খুব ভাল লাগবে তবে এই চারদেওয়ালের মধ্যে নয়। বেশতো এই বিল্ডিংয়ের ছাদে একটা খুব সুন্দর রুফটপ গার্ডেন রয়েছে। আজ বিকেল চারটার পর ওখানে বসা যাবে। অন্য কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেইতো। না-- না কিছু নেই, শুধু যদি দাদাজীর সাথে দেখা হয় তাহলে সময়টা একটু পরিবর্তন হতে পারে, আপনার ফোন নম্বরটি দিন। ম্যাডাম আপনি


সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র উপায়

গোপাল শাস্ত্রী

সংসারে অশান্তি, পড়াশোনায় মন বসছে না, প্রেমে বাধা, বিয়েতে বাধা
ব্যবসায় লোকসান, পড়াশোনা করেও চাকরি পাচ্ছেন না--
সব সমস্যার সমাধান ২২ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে

গোপাল শাস্ত্রী
ভারত নগর, শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-৭৯৬৭৪৬৯/৯৮৩২৩২৫৬৯২
দক্ষিনা মাত্র ৩০২ টাকা
আপনার হস্তরেখা বলবে কি আছে কি নেই আপনার জীবনে
কি ঘটতে চলেছে ভালো না খারাপ। আজই যোগাযোগ করুন উপরের নম্বরে।

বোলবেন কি, মাতাজীর উত্তর চিঠি পৌঁছানোর পূর্বেই কি করে এসে গেল? আপনি এখনো ম্যাডাম ম্যাডাম করে যাচ্ছেন আপনি অবশ্য অন্য একটি নামে আমায় ডাকতে চান, সেটি বলুন না। সেটি নির্ভর করছে আজ বিকেলে কথা হওয়ার পর অবস্থা অনুযায়ী। মাতাজী !একবার তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন যে কেউ যখন তাঁকে চিঠি লেখে সেই চিঠি খামে ভরা মাত্র তাঁর কাছে চিঠির ডাকটি পৌঁছে যায়। সব চিঠি নয়, চিঠি লেখার আকুতির ওপর তা নির্ভর করে। আপনার ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে, আপনার লজিক্যাল মনকে একটু চুপকরতে বলুন। দেখবেন অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে যুক্তি ঠিক আছে কিন্তু তর্কে কিছু মেলে না ।অবসর সময়ে একটি ছোট গল্প বলার ইচ্ছে রইলো। বিকেলে দেখা হচ্ছে ।কিন্তু ঋষির মনে হলোআজ দেখা হবে না। তার অজান্তে অ্যানির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। ঠিক বিকেল তিনটে নাগাদ অনন্যা ফোন করে জানাল খুব জরুরি কাজে সহরে যাচ্ছে ফিরতে রাত হবে। আগামীকাল বিকেলে দেখা হবে। অনেকটা সময় কি করা যায় হঠাৎ মনে হলো একবার ধ্যান কেন্দ্রটি দেখে আসা যাক। গেস্ট হাউসের ইনচার্জকে জানাতেই সে ফোন করে ব্যবস্থা করে দিলো। ( ক্রমশ)


সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আমি শুভজিৎ বোস একজন শব্দচাষী বলে আপনাদের জন্য চাষাবাদ করেছি কিছু কবিতার ফসল, যাকে রুপ দিয়েছি আমি একটি বইয়ে, তার ডাক নাম-

‘জ্যোৎস্নাধোয়া হৃদয়’

যা আমার সন্তানসম। তাকে জল, আলো, বাতাস দিয়ে আপনারাই বড় করে তুলুন, আপনাদের কাছে এই প্রত্যাশাই রাখি।
কলকাতা নিউক্লিয়াস প্রকাশনী।
বইয়ের মূল্য ১৫০/-টাকা।

আমার ঠিকানাঃ
রথখোলা, নকশালবাড়ি
জেলা - দার্জিলিং
পিন নম্বর ৭৩৪৪২৯
ফোন নম্বর
৮৬৭০৪৮৮০১০
৯৮৫১২০৪০৩২




# মাতৃ ভাষা দিবস

মৃনাল পাল

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসাবে পালন হয়ে আসছে। এই দিবসের অন্যরকম গুরুত্ব রয়েছে বাংলা ভাষাভাষী সকলের কাছে। মাতৃ ভাষা মাতৃ দুগ্ধ সমান। সব ভাষারই গুরুত্ব দিয়েছে। ভাষা আমাদের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। সেদিক থেকে পৃথিবীর সব ভাষারই নিশ্চয়ই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আমরা যাদের জন্ম এই বাংলাতে সেই বাংলাতে বাংলা ভাষাই প্রধান। আমরা ইংরেজি শিখবো, বলবো। হিন্দি শিখবো, বলবো। অন্য ভাষা জ্ঞানের বিকাশের জন্য জানবো, পারলো বলবো। কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করে কখনোই নয়। তাই মাতৃ ভাষা দিবসের গুরুত্ব সত্যিই অন্যরকম। এই বাংলাতে মাতৃ ভাষার চর্চা আরও প্রসারিত হোক এটাই চাই। সবাই ভালো থাকুন। সকলকে শুভেচ্ছা।

(লেখক শিলিগুড়ি সেভক রোডের শিল্প তালুকে সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধান কর্ণধার)

# মাতৃ ভাষার চর্চা প্রসারিত হোক

নির্মলেন্দু দাস (কবি চন্দ্রচূড়)

সকলকে একুশে ফেব্রুয়ারির শুভেচ্ছা। সকলেরই জানা আছে যে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। এই দিবসের গুরুত্ব নতুন করে বলার কিছুই নয়। শুধু এটুকু বলবো যে মাতৃ ভাষা যেমন আমার মাতৃ ভাষা বাংলার চর্চা আরও প্রসারিত হোক। পৃথিবীর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলো বাংলা ভাষা। বিশ্বের ইতিহাসে এই ভাষা একটি ঐতিহ্যমন্ডিত ভাষা। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলার বহু মনিষী সকলেই মাতৃ ভাষা বাংলার চর্চার কথা বারবার বলে গিয়েছেন। আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে ইংরেজি। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ইংরেজি। কেননা, ইংরেজি ভাষা চর্চা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু যেভাষা আমার মাতৃ ভাষা সে ভাষাকে অবহেলা করা একদম উচিত নয়। আজ অন্য অনেক ভাষার প্রতি সরকার স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই তা ভালো। সব ভাষাই মর্যাদা পাক। সব ভাষারই গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু আমার নিজের রাজ্যে এই বাংলাতে বাংলা ভাষা প্রধান ভাষা হওয়া যে অত্যন্ত জরুরি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি , আমি কি ভুলিতে পারি। বাংলা আমার প্রাণ । বাংলা চর্চা বাংলাতে আরও বেশি করে বৃদ্ধি পাক। আমাদের নতুন ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। ইংরেজি অবশ্যই প্রয়োজন, আবারও বলছি। কিন্তু বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার পোশাক, বাংলার খাদ্য এসব ভুলে গেলে চলবে না। আমরা আমাদের পুরনো ঐতিহ্য ভুলে গেলে , আমরা আমাদের নিজের ভাষাকে ভুলে গেলে আমাদেরই ক্ষতি। তাই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষা শেখা হোক আরও বেশি বেশি করে। ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন।

*(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎ চন্দ্র পল্লীতে)*

# একুশে ফেব্রুয়ারি

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সাবেক পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরীর রাজপথে পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে বাংলা মাতৃভাষাকে রক্ষা করার জন্য শহিদ হয়েছিলেন চার বাঙালি সন্তান। সেই বীর বাঙালি এবং শ্রেষ্ঠ মাতৃ ভাষা প্রেমিক সালাম, জব্বার,রফিক ও বরকতকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালনের উদ্দেশ্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে বাংলা মাতৃ ভাষাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে এমন কি প্রানের চেয়েও অধিক প্রিয় বলে হৃদয়ে ধারন করে বাংলা মায়ের তরুন চার সন্তান আত্ম বিসর্জন দিয়ে শহিদ হয়েছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসে এই চার জন বঙ্গ সন্তানই প্রথম ভাষা শহিদ যারা মাতৃ ভাষা রক্ষা করার গুরুত্বকে স্বর্ণাক্ষরে বুকের রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের গর্ভে তিল তিল করে বেড়ে উঠেছিল ভবিষ্যতে ৭১ সালের সন্তান--স্বাধীন বাংলাদেশ যুগ শ্রেষ্ঠ বঙ্গ সন্তান শেখ মুজিবের সুযোগ্য নেতৃত্বে। তাইতো একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃ ভাষা দিবস হিসাবে রাষ্ট্র সংঘে স্বীকৃত হলো। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র সংঘের অন্যতম সরকারি ভাষার চেষ্টাও চলছে।

২১শে ফেব্রুয়ারির সাফল্য অসীম। ২১শের প্রেরনায় ভারতের তামিল ভাষা রক্ষা করার আন্দোলনে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত ৭৩জন তামিল শহিদ হয়েছিলেন এবং ডি এম কেদলের চিত্রাস্বামী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহুতি দিয়েছিলেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা তামিল ভাষার থেকে বহুগুন বেশি বিপন্ন হয়ে প্রতিদিন গুরুত্ব হারিয়ে মুছে যেতে বসলেও ২১শের প্রেরনায় আজও তেমন জাগ্রত হতে পারেনি।

২১শের প্রেরনায় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আমাদের শিলচরে বিশ্বে প্রথম এবং একমাত্র মহিলা ভাষা শহিদ কমলা ভট্টাচার্য সহ ১১ জন বাঙালি তরুন তরুনী বাংলা মাতৃ ভাষা রক্ষা করা এবং বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুলিশের গুলিতে প্রান বিসর্জন দিয়ে শহিদ হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে ২০০১সাল থেকে প্রতিবছর শিলিগুড়িতে এবং কলকাতায় ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯শে মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস পালন করে চলেছি। আমাদের লাগাতর প্রচার এবং আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে অনেক অরাজনৈতিক সংগঠনেরা শহিদ দিবস পালন করছে। রাজনৈতিক দল ও রাজ্য সরকার সামান্য হলেও নড়েচড়ে বসেছে। তবুও খোদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ইসলামপুরের দাঁড়িভিটের হাইস্কুল চত্বরে হাইস্কুলেরই ছাত্র রাজেশ ও তাপস--বাংলা ভাষা রক্ষা করার জন্য বাংলা শিক্ষকের দাবিতে সংঘটিত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভে স্কুল চত্বরেই ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রান বিসর্জন দিয়ে শহিদ হন। এই দুই ছাত্র শহিদের আত্মবলিদান বিফল হতে দেবো না। তাই আমাদের সংগঠনই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বাংলা ভাষা শহিদ দিবস ২০শে সেপ্টেম্বর প্রতিবছর পালন করার আহ্বান ও প্রচার করছি ২০১৮ থেকে শিলিগুড়ি, কলকাতা ও ইসলামপুর এলাকা সহ নানা জায়গায়।আমাদের দাবি ১৯শে মে আসামের শিলচরে, ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের দাঁড়িভিটে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঢাকায় সংঘটিত বাংলা ভাষা শহিদ দিবস পালন করুন সকল বাঙালি অর্থাৎ ১৯,২০,২১ তিনটি দিন শহিদ দিবস মনে রাখুন। এরই সঙ্গে বলে রাখি,৪ঠা অক্টোবর ২০১৮ তারিখে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বাংলা ভাষা শহিদ দিবস প্রতিবছর পালন ও স্বীকৃতি ও ছুটি ঘোষণার দাবি করেছি আমরা।

(লেখক বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির সভাপতি)

# একুশে ফেব্রুয়ারি

পাঞ্চালি চক্রবর্তী

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে হিন্দু মুসলমান দ্বিজাতি তত্বটির ভিত্তিতে বিভক্ত করে দুটি দেশ তৈরি করল হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান।পাকিস্তান দেশটি আবার দুভাগে বিভক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরা বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলে এবং তাদের সাংস্কৃতিক চর্চাও পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরা সাধারণত উর্দু ভাষায় কথা বলে তাই ১৯৪৮সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সরকার ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষি জনগণের মধ্যে এতে কিন্তু গভীরে ক্ষোভ ও বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে ক্ষোভ প্রকাশকরে রাস্তায় নামে। তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালায়। এই গোলাগুলিতেই আবদুল বরকত, রফিক, আবুল জব্বর এবং আরো ছাত্ররা নিহত হয়। ক্রমশ বিদ্রোহটা এমন একটি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে সরকার বাধ্য হয়েছিল নিয়মটা তোলবার জন্য।

এরপর কানাডার দুই প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবুস সালাম একটি আবেদন পত্র ইউনেস্ক এর মহাসচিব কোফি আন্নানকে পাঠিয়েছিল যাতে একুশে ফেব্রুয়ারি ' আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ' হিসেবে ঘোষণা করা হ। এরপর ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস দুইশো দেশে উদযাপিত করা হয়।

*(লেখিকা শিলিগুড়ি লেকটাউনে বাসিন্দা একজন সঙ্গীত শিল্পী)*


সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

দিকে দিকে মাতৃ ভাষার চর্চা প্রসারিত হোক

একুশ

চন্দন ঘোষ
দেশবন্ধু পাড়া
শিলিগুড়ি।

অমর একুশে

# শ্রুতিমধুর ভাষা বাংলা

বাবলী রায় দেব
(সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

মাতৃ ভাষা মাতৃদুগ্ধসম। দেশকালস্থান ভেদে সদ্যোজাত কোনো শিশুরই নিজস্ব কোনো ভাষা থাকে না। মায়ের কোলে বেড়ে ওঠার সময় মায়ের মুখে শোনা ভাষা শিখেই সে বড় হয়, কালক্রমে সেটি তার ভাষা হয়ে দাঁড়ায় যেটি তার জীবনপথে চলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচিতির সাক্ষর বহনের সাথে সাথে তার কাজে ও কথায় ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটে, সেই সঙ্গে ঘটে ভাষার বিস্তৃতি।

ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকসের গবেষণা তথ্য বলছে, বিশ্ব জুড়ে ভাষার সংখ্যা ৬৯০৯ তার মধ্যে ভারতের মতো বহু ভাষিক দেশে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ১৬৫২।

১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে উপভাষাগুলিতে গণনায় ধরে ১৫৭৬টি মাতৃ ভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার ৪১ শতাংশ লোক হিন্দি ভাষী এবং তারপরেই আসা বাংলা ভাষা প্রায় ৮.১ শতাংশলোক বাংলা ভাষী।

ভারতের ন্যাশনাল অ্যানথেম বা জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় স্তোত্র বা স্তবক তথা রাষ্ট্রগীত হলো 'জনগণমন'। অন্যদিকে 'ন্যাশনাল সং' বা রাষ্ট্রগান হলো বন্দেমাতরম। দুটো গানের জনকই প্রবাদপ্রতীম দুই বাঙালি। বেদ-উপনিষদের দেশ ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা বা সংস্কৃত ছিলো দৈবভাষা যে

আজ মৃতপ্রায়। ভাষাবিদদের মতে, আর্যরা দুটি দলে ভারতে এসেছিলেন। দ্বিতীয় দলের আক্রমনে প্রথম দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে,তাদের ভাষাকে বহিরঙ্গ ভাষা বলে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রে বসবাসকারীদের ভাষাকে অন্তরঙ্গ ভাষা বলে যার অন্তর্গত হল, পঞ্জাবি, হিন্দি। অন্যদিকে বহিরঙ্গ ভাষার ভাষার মধ্যে পড়ে কাশ্মীরি, বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি।

বিশ্বের কোথায় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম না করেও বাংলা ভাষা পৃথিবীর শ্রুতিমধুর ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত এগারোটি ভাষার অষ্টম স্থানে রয়েছে বাংলা ভাষা। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা বাংলা। অথচ ঔপনিবেশিক মানসিকতার তান্ডবে বাঙ্গালী ভুলতে বসেছে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের কথা।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর পরিবর্তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরার দাবিতে ১৯৫২সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে শহীদদের সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯সালে ১৭ই নভেম্বর '২১শে ফেব্রুয়ারি'কে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা শহীদ দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিশ্বায়নের কোপে প্রতিনিয়ত ভাষা এবং ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন হচ্ছে।ফলে ভাষা স্বাতন্ত্র্যতা হারিয়ে অন্য ভাষার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাংলা ভাষাও ছাড় পাচ্ছে না। ইংরেজির চাপে পড়ে বাংলা সাহিত্য তথা ভাষা প্রচার এবং প্রসারে বড়ো রকম খামতি থেকে যাচ্ছে। সমীক্ষা বলছে,প্রতি পনের দিনে একটি করে ভাষা পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষা নিয়ে সংশয় জাগে কারণ আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার সম্মান অর্জন করতে পারেনি।

বিশ্বায়নের যুগে বিদেশি ভাষায় শিক্ষিত প্রজন্মের উদ্দেশ্যে রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের বাণী ভীষণই প্রাসঙ্গিক--' নানান দেশের নানা ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?'

সকলকে অমর একুশের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

একুশ

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
বি.এস.সি. এম.বি.বি.এস.ডি.ও. (লণ্ডন)
এফ.আর.সি.এস. এডিনবার্গ
(চক্ষু বিশেষজ্ঞ)
সভাপতি, বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি
ফোন ঃ ৯৮৩২৫০৮৯৫৩, ৯৯৩৩১৯১৯৬০



# বাংলা ভাষা

চন্দন ঘোষ
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

মঞ্চে মাইক হাতে নিয়ে
করবো শুরু নমস্কার দিয়ে
সবাইকে আমি বলে রাখি
বাংলা ভাষাকে দেব না ফাঁকি।
আজকের এই শহিদ স্মরনে
জ্ঞানীগুনীদের মঞ্চে এনে
বাংলা ভাষার গুরুত্ব নিয়ে
যাব সবাই ভাষন দিয়ে।
বাংলা ভাষার নেইকো কদর
রক্ষা করবো কি?
বাংলাকে আগে জানতে হবে
সেটাই বলে দি।
২১শে ফেব্রুয়ারির দিনের কথা
আজও দেয় মনে ব্যথা
শত শহিদের রক্ত দিয়ে
বাংলা ভাষাকে আসলো নিয়ে
পাক জঙ্গীদের জঙ্গী হানায়
হয়নি কেউ নত
বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে
প্রানটি দিলো কত।
১৩৫৮ সালের একাদশী
সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার
দিলাম আমি তুলে
এদিনের কথা যাবে না কেউ ভুলে।
রাজনীতিতে দেওয়াল লিখন
বাংলা ভাষায় লেখে
দোকানের নামগুলো সব
হিন্দি ইংরেজিতে থাকে।
বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হলে
লাগবে দামাল ছেলে
বাংলায় সব লিখতে হবে
তারাই যাবে বলে।
সভা করে ভাষন দিয়ে
আনতে হবে লোক
বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হলে আনতে হবে ঝোঁক।
সভায় যখন সবাই আসে
ইংরেজিতে করে সই
বাংলায় কেউ সই করেছে
পাবে তুই কই।
মান হুঁশ আছে যাদের
মানুষ তাদের বলি
চলার সবাই মোরা
উল্টোপথে চলি।
যোগ্যতার নেই সমাদর
বলবে কি আর ভাই
তাইতো মোরা চলতে গিয়ে
পিছিয়ে পড়ছি ভাই
সবশেষে বিদায় নিচ্ছি
একটি কথাই বলে
বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পাবে
চরিত্র গঠন হলে।

# মাতৃভাষা

সুশ্বেতা বোস

উদাত্ত প্রাণের প্রকাশ ভঙ্গি
সকল প্রাণীর নাড়ির টানে
পাখিরও আছে নিজের ভাষা
মা চলে তার চঞ্চু গালে ।
আপন আপন গোষ্ঠী ভাষায়
সকল প্রাণীর চলে রেশ
স্পষ্ট ভাষার প্রান মাধুর্যে
বিরহ, প্রেম, হিংসা, দ্বেষ।
সাবলীলতার সৌন্দর্য বলে
মানুষ পেল শ্রেষ্ঠ আসন
সেই অহংকে বুকে নিয়ে
স্রষ্টাকেই করছে শাসন।

------২-----------

মাতৃভাষার বন্ধন
মাতৃভাষা আর হয়ো না
সাম্রাজ্যবাদের শিকার
আগ্রাসনের গ্রাসাচ্ছাদনে
তোমার এ কি বিকার?
বিশ্বায়নের পটভূমিতে
ছোট ভাষা মত
জনজাতির শিকর ছিঁড়ে
বৃহৎ উন্মাদনায়রত
মাগো আমার,বাংলা আমার
তুমি আমার পূজা
বৃহৎ ভাষা যতই শিখি
স্বপ্নে তোমাকেই খোঁজা

--------৩---------

সালাম
নীরব ইথার ভাসিয়ে আনে
রবি-নজরুল গান
বাংলা তোমার রক্তিম বুকে
ভাষা শহিদের প্রাণ।
রত্নগর্ভা বাঙালি মায়ের
বাংলা মনের ভাষা
পঞ্চম স্থান অধিকারে
পৃথিবীর মাঝে খাসা।
রুপনগরের মুক্তির ঝড়ে
বেড়েছে বাংলার মান
রাষ্ট্রসংঘের মিষ্ট ভাষার
অধিকার ধ্রুপদী সম্মান।

# বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান চাই

সজল কুমার গুহ

প্রতি বছরের মতো এবারেও বাইশতম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রস্তুতি চলছে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে। একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শিলিগুড়ি মুখ্য ডাকঘরের সামনে থেকে শোভা যাত্রা শুরু হবে সমিতির ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে। তারপর বাঘাযতীন পার্কে যেখানে আরও আরো ভাষাপ্রেমী সংগঠন সমবেত হবে। ভাষা শহিদদের বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রমনা ময়দানে যারা বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে আত্মহুতি দিয়েছিলেন তাদের স্মরন করা হবে। কথায় গানে কবিতায় আলোচনায় মুখরিত হবে ভাষা শহিদদের জন্য নির্মিত শহিদ স্মৃতি সৌধ প্রাঙ্গন ও আশপাশের এলাকা। উপস্থিত থাকবেন শিলিগুড়ি শহরের বিশিষ্টজন তথা ভাষা সংস্কৃতিপ্রেমীরা। গত বছর বাংলাদেশের পঞ্চগড় পুরসভার বেশ কয়েকজন ভাষাপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়েদেয়। এক আগেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়, উচ্চারিত হয় আব্দুল গফফার সাহেবের বিরচিত সেই ঐতিহাসিক প্রাণকাড়া গান ‘ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি... ।’ আমাদের সমিতির একটাই মূল দাবি গত পাঁচ বছর ধরে , বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান চাই। গত বছর আগস্ট মাস থেকে সমিতি উঠেপড়ে লেগে পড়েছে বিভিন্ন মহলে তথ্য সমৃদ্ধ দলিল পাঠিয়ে।

আমাদের গভীর বিশ্বাস, কাল নয়তো পরশু আমরা বাংলা ভাষার জন্য ধ্রুপদী সম্মান অর্জন করতে পারবো যা নিবেদিত হবে ভাষা জননীর চলন তলে ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। প্রয়োজন প্রকৃত বাংলা ভাষা প্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান আমাদের এই মহতী কর্মকান্ডে। আসুন আর দেরি না করে সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ অভিমান দূর করে একটাই শপথ একুশের প্রাক্কালে, বাংলা ভাষার জন্য ধ্রুপদী সম্মান চাই সমস্ত নিয়মনীতি মেনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে অবিলম্বে প্রেরিত হোক তথ্য সমৃদ্ধ দলিল যাতে থাকবে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক নিদর্শন লিপি মুদ্রা পুস্তক ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির বিবরন যা প্রমান করবে বাংলা ভাষা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ এবং তার ধারাবাহিকতা আজও বহমান।

*( লেখক সহ সম্পাদক আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, নয়াদিল্লী মুখ্যালয়)*

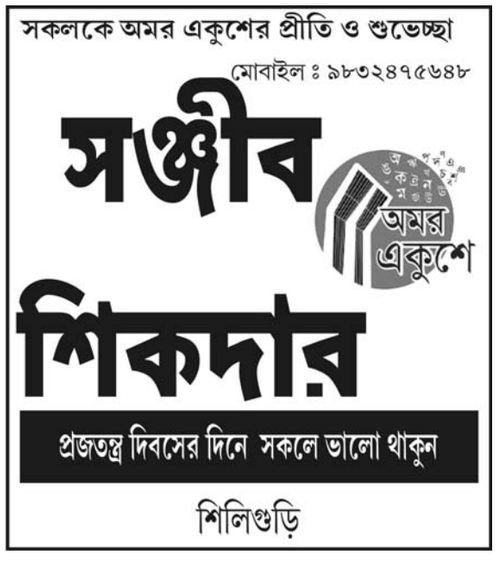

# অনুভূতি

রিয়া মুখার্জী (ডল)

মাতৃ ভাষায় শব্দগুচ্ছ অনুভূতিতে পরিণত হয়, আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি কিন্তু অনুভূতি তা  শুধুই যে মাতৃভাষাতেই খুঁজে পাই। আজকাল রক গানের মাঝেও রবীন্দ্র সঙ্গীতেই সেই মনমাতানো খুশির পরশ। ইন্টারভিউ দিতে গেলে বোঝা যায় আমার মাতৃ ভাষা মূল্যহীন, মাতৃভাষায় কথা বললেই শুনতে হয় ব্যাকডেটেড। এখন আর কেউই মাতৃ ভাষায় পড়তে বা উপন্যাস গড়তে চায় না, লোকে যে ব্যাকডেটেড বলবে তাই চাহিদা ইংলিশ মিডিয়াম, ছোট থেকে বড় সবার ইংরেজিতে খিটির-পিটির, এর মাঝে মাতৃ ভাষা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন প্রানহীন  হয়ে পড়ছে। নতুন সবসময় শেখা উচিত তাই বলে কি পাতা ধরতে গিয়ে গাছ নিজের শেকড় ছেড়ে দেবে? শিক্ষক ছাড়া যে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বো সবাই, ‘ মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শেখো পড়তে শেখো উপন্যাস মাতৃ ভাষায় একসময় গড়েছিল ইতিহাস।’

*(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি আদর্শনগর কলোনিতে)*


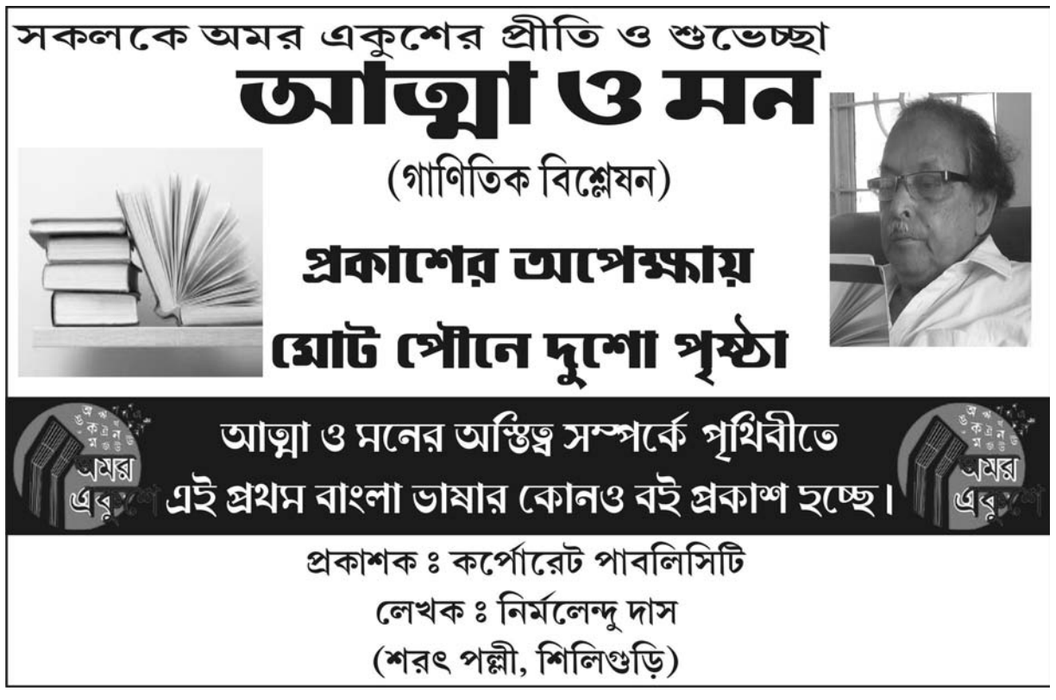

# অমর একুশে

গণেশ বিশ্বাস

(অটো চালক, শিবমন্দির)

আমরা কয়েকটি সাহিত্য সংগঠন মিলে প্রতিবছর পালন করে আসছি অমর একুশে। এর বাইরে দেখছি আজকাল বাঙালির বাংলায় অনীহা বেশি। ১৯৫২ সালের অমর একুশের অর্থ বলতে গেলে বাংলা ভাষাপ্রেমী সকলের বুক ধড়ফড় করে। চোখ ছলছল করে মাতৃভাষা আন্দোলনের কথা স্মরন করলে। কতনা ভাইবোনের রক্ত ঝড়েছে বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে গিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের পথেঘাটে নির্যাতিত হয়েছে অসংখ্য মা বোনেরা। এই মাতৃভাষা বাংলাকে কেন্দ্র করে।

শুধু ওপার বাংলাই নয়, এপার ভারতেও। বাংলা ভাষার আন্দোলন ছড়িয়ে রয়েছে অসমের শিলচর রেলস্টেশনেও।১৯ মে ১৯৬২ সালে কিশোরী কমলা ভট্টাচার্য সহ ১১ জন লুটিয়ে পড়ে পুলিশের গুলিতে বাংলা ভাষার টানে। হাসতে হাসতে ওরা শহিদের মৃত্যুবরন করে।  শত শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে  ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলেও বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পেতে দীর্ঘ কয়েকবছর অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে বাঙালি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পায়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ব্রিটিনে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা বাংলা হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা বাংলা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলেও আমাদের ভারত সরকারে অনীহায় বাংলা ভাষা আজও ধ্রুপদী সম্মান পায়নি। এটা সমস্ত বাঙালি ও আমাদের বাংলার লজ্জা। বাঙালির অসম্মান ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সম্মান আদায়ে আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।

আমাদের অনেক বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই অনেকে নিজেকে আমেরিকান, ইউরোপিয়ান ভাবতে বেশি পছন্দ করি। তাই তাদের সন্তানকে মাতৃ ভাষা বাংলা শিক্ষার আলো থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ভাবতে অবাক লাগে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর-- তারা সকলে ভারত রত্ন। তারা সকলে মাতৃভাষার ওপর জোর দিয়ে গিয়েছেন বলা যায়। তাই বলবো মাতৃভাষার জন্য জোরদার আওয়াজ উঠুক চারদিকে। আমরা অবশ্যই ইংরেজি শিখবো, ইংরেজি পড়বো। কিন্তু আগে মাতৃভাষা।

# সাইনবোর্ডে বাংলা চাই

চিন্ময় চক্রবর্তী

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। মাতৃ ভাষা দিবসের এই সময় আবারও আমি বলবো, এরাজ্যের সর্বত্র সাইনবোর্ডগুলোতে বাংলা ভাষা চাই। ইংরেজি ভাষা থাকুক, কিন্তু বাংলাকে অবজ্ঞা নয়। আর বাংলাতে এরাজ্যের চাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা ভাষা চর্চার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি থেকে বারবার সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে দাবি করা হয়েছে। বাংলা ভাষা চর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিও করা হয়েছে। কিন্তু আজও তা হয়নি। আর একটি বিষয়, ত্রিভাষা সূত্র মেনে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি সব অফিসগুলোতে বাংলা ভাষার চর্চা প্রসারিত হোক। শিলিগুড়িতেই সি পি ডব্লু ডি বা এন জে পি রেল স্টেশনে আমরা বারবার সাইনবোর্ডগুলোতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে আমরা আবেদন করেছি। কিন্তু তা হয়নি অনেক খানেই। পশ্চিমবঙ্গের বুকেই বহু ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, বাংলা ভাষা অবহেলিত। বাসের টিকিটগুলোতে বাংলা নেই। আমি অন্য ভাষাকে অবহেলা করছি না। অন্য ভাষা থাকুক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে সর্বত্র প্রধান ভাষা হোক বাংলা। এই বিষয়টি আজ উপলব্ধি করার সময় এসেছে। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা চলবে না, এই দাবি বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষকে একযোগে দাবি করার সময় এসেছে।

(লেখক বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা। লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়াতে)

# মায়ের মুখের বুলি !

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

মা যে ভাষায় কথা বলে
একটা নবজাতকেরসাথে অহরহ
মা যে আবেগে ভালবাসে প্রত্যহ
মায়ের মুখের বুলি
ভাষা খুঁজে পায় প্রাণ।
মা যে ভাবে আঁকড়ে ধরে
দুধের শিশু,
দুগ্ধ পান করায় হৃদয় দিয়ে
মা যে পরম মমতায় ধুয়ে মুছে দেয়
অবোধ শিশুর মলমুত।
মা যেমন করে অশক্ত হাতটি ধরে
প্রথম কদম হাটতে শেখায়
মা যে অনুভবে কপালে চুমু একে দেয়
চাঁদের কণা বলে চাঁদকে চেনায়।
মা চোখে স্বপ্ন দেখায়
যে সুরে গুন-গুন করে গান গায়।
মায়ের মুখের ভাষায় হাতে খড়ি
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম
মাতৃভাষায় হলে শিক্ষা দান
শিশু পরিপুষ্ট থাকবে চিরকাল।

# ভাষা শহিদের গান

রচনা ও সুর ঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
(কান্দী, মুর্শিদাবাদ)

বাংলা মায়ের স্নেহের টানে
জুড়াই আমার প্রাণ।
ভুলব না মা বাংলা ভাষা
এ যে নাড়ির টান!!
বরকত,সালাম, রফিক, জব্বার
এই দেশেরই ছেলে,
জন্মেছিলেন সোনার বাংলায়
কত সাধন বলে।
ও বাংলা মা---মা--গো---
রক্ত দিয়ে তাই করলে রক্ষা
বাংলা মায়ের মান।।
বাংলা দেশে সোনার ধান
লাগায় আমার চাষী
শাপলা, শালুক কোকিলের গান
কে না ভালবাসি!
ও বাংলা মা--মা--গো--
ভাটিয়ালি সুর আর রাখালিয়া বাঁশি
সবই তোমার দান।।

# বাংলা কোথায় পাই

আনোয়ার হোসেন মিছবাহ
(সিলেট, বাংলাদেশ)

মিছিল মিছিল বড্ড মিছিল
ভাষার দাবি নাই
অমুক মারো তমুক কাটো
গাচ্ছে সমিল তাই।
বাহান্নতে মিছিল ছিল
ভাষার দাবিটাই
উর্দু গিলে মায়ের খিদে
ভরবে কেমন ভাই।
ভাষা ভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা কোথায় পাই।
জিন্নাহ সাবের ঘেন্না ছিল
বাংলা ভাষাটাই
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা
তার তুলনা নাই।
সালাম বরকত রফিক শফিউর-
ধরলো মিছিল তাই
বুলেট খেয়ে প্রাণ হারালো
কেমনে ভুলে যাই।
ভাষা ভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা কোথায় পাই।
শিশুর কথা বইয়ের পাতা
বাংলা দিয়ে চাই
অফিস বাড়ি গানের ভাষায়
বাংলা দিয়ে গাই
শ'আটাশি দেশের বুকে
মাতৃভাষা পাই
একুশ এখন বিশ্ব দিবস
সবাই মানে তাই।

*(কবি আনোয়ার হোসেন মিছবাহের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটের ইলাশকান্দি উদয়ন এলাকাতে। তাঁর বাবা মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া, মা - নেহারা খাতুন আসিয়া,জন্ম-২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ, ৫ আশ্বিন১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার। প্রকাশিত গ্রন্থ- ঢিলেকাব্য( কবিতা), একবাক্স দীর্ঘশ্বাস( কবিতা), ছেঁড়া পঙক্তি(কবিতা), মনের মেয়ে পাখ না মেলে(গান), পেশা-ব্যাংকার)*

# অমর একুশে

প্রদীপ কুমার দে
(নীলু---বিবেকানন্দ পল্লী, ভট্ট বাজার, পূর্ণিয়া, বিহার)

রক্ত পিচ্ছিল রমনার ময়দানে
কাদের জন্য বেদনা ভরা প্রাণে
স্তূপীকৃত লাশের মাঝে দুনয়ন
খুঁজে দেখি হারানো আপনজন।
মাতৃভাষা আজও প্রকৃতই অমর অক্ষয়।
আর একটারবি এলো না আলো নিয়ে,
ক্লাস শুরু হয় না বঙ্কিমের গান দিয়ে,
দ্বিজেন্দ্রর তেজদীপ্ত উদাত্ত সঙ্গীতে,
মাতৃভাষার ঋন যথেষ্ট ছিলো শোধ দিতে।
পড়ে পাওয়া কিছু মানুষের আত্ম বলিদান
বাংলা ভাষা আজ সর্বজনীন এটুকু অভিমান,
তাঁদের নাম নাই বা জানুক নব কিশলয়,
ওরা অমর হয়ে আছে, যতই হোক অবক্ষয়!
এসো একবার সবাই মিলে করি আহ্বান,
অমর একুশের শহিদের প্রতি জানাই সম্মান!

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা--

শিবমন্দির থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা
উত্তরের প্রয়াস
এর নববর্ষ (১৪২৮ বঙ্গাব্দ) সংখ্যা
প্রকাশিত হতে চলেছে আগামী পহেলা বৈশাখ।
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে
বিশিষ্টজনদের লেখা ও কবিতা এতে থাকবে।

ধন্যবাদসহ
অনিল সাহা
(মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৫৩৮৪৪৬)
সম্পাদক
উত্তরের প্রয়াস।

# ভাষার জন্য

কবিতা বণিক

মনের ভাবকে অন্যদের বোঝার সুবিধার জন্য যখন মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারি তখনই ভাষার জন্ম হয়। পৃথিবীতে গাছপালা, নদী, পাথর, বালু, মাটি, আকাশ, বাতাস, জীবজন্তু, পাখি, মানুষ সকলেরই ভাষা আলাদা। মানুষ তার ভাব, ভৌগলিক পরিবেশে নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কল্পনাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। এত যত্নের এই ভাষাকে সার্থক রুপ দিতে গেলে ভাষা চর্চার প্রয়োজন। ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে অন্যদের ভাষা জানতে হবে। তেমনি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভাষা, নীরবতারও ভাষা, শিখতে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। নদী, সাগর, মাটি, বনাঞ্চল পশুপাখিদের সরিয়ে দিয়ে আমরা যেভাবে জায়গা দখল করে নিচ্ছি কিন্তু তাদের যন্ত্রনার কথা আমরা বুঝতেও চাইছি না। ভাষা যদি মাতৃসমা হল তাহলে মানবভাষার সাথে এদের ভাষাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি মানুষকে ভাষার চর্চা করার জন্য উৎসাহিত করা প্রয়োজন। নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য শিশু স্তর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্তরের উপযুক্ত শিক্ষার বই রচনা করা, অন্য ভাষা থেকে নিজের ভাষায় অনুবাদ, সবরকম বিষয়ের শিক্ষা নিজের ভাষায় নেওয়ার উপযুক্ত প্রচুর বই লেখার উৎসাহ বাড়ানো যায় তবেই নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করা যাবে। ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

*(লেখিকা শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়ার বাসিন্দা একজন গৃহবধূ)*


*With Best Compliments From :*

Kirrty

KAUSTAV BISWAS
B.E. (EEE)
Partner
M : 8391846988 (O)
9434875203

*Corporate Office*
Ananda Mangal Square
S.F. Road
Siliguri-734005

*Reg. Office*
Ashram Para
Nazrul Sarani
Siliguri-1

E : contactkirrty@gmail.com
kaustavbiswas@gmail.com



সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা --

**বাংলার চর্চা বৃদ্ধি পাক --**

অমর একুশে

**চিন্ময় চক্রবর্তী**

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি
উপদেষ্টা(হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি)
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

# ভাষাই আমার সাধনা

শুভজিৎ বোস

(শিক্ষক-লেখক, নকশালবাড়ি,দার্জিলিং)

বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলা আমার সুখ বাংলার গর্ব বাংলার আশায় ভরে ওঠে তাই বুক। বাংলা আমার চেতনা, খুঁজে দেওয়া বিশ্বের প্রাণ, বাংলা আমার বিবেকের মাঝে জাগরিত ঐক্যের গান

বাংলা অবুঝ যন্ত্রণার ভিড়ে মানব মিছিলের সমীকরণ, যার প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয় প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত। মানুষ কেন যেন আজ অকপটেই স্বীকার করে নেয় যে ' আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না'। এ সত্য মানুষ কবিতার মধ্যেই উপলব্ধি করে না, করে নিজের জীবনে। যে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় এই যুদ্ধে সামিল হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল মধুসূদন থেকে জীবনানন্দ, বঙ্কিম, তাদের এগিয়ে চলার আলোয় যেভাবে বাংলাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন , আমৃত্যু যেন আমরা তাতেই নিবেদিত করি আমাদের জীবন। ভাষা দিবস হয়ে উঠুক আমাদের নিঃশ্বাস এবং বিশ্বাস। বাংলা ভাষার প্রাণে অক্সিজেন পাক তামাম বিশ্ব। বিশ্বের দরবারে যেন প্রথম সারিতে স্থান পায় বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা যেন জিজ্ঞাসার মুহূর্তগুলিতে রুখে দাঁড়ানো এ জন্মের কেউ, তাই তাকে সম্মান করা উচিৎ, তাকে নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত। মাতৃ ভাষাই আমার অহঙ্কার, ভাষাই আমার সাধনা, ভাষাই আমার সৃষ্টির অবারিত রসদ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ' মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। কিন্তু আজ আমরা কি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারছি? প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এই ভাষার অধিকার ছিনিয়ে এনেছিল একদিন, যা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর সম্মান অর্জন করেছে, যা সত্যিই বাঙালি জাতির কাছে গর্ব ও অহঙ্কারের একদিন। চিনা অধ্যাপক দং ইউ চেন বলেছিলেন-' বাংলা ভাষাকে আমার গান মনে হয়--'। ভাষা প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, একদিন পূর্ব বাংলাকে বাংলা ভাষা ছিনিয়ে আনতে যে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করতে হয়েছিল, আজ তাকে টিকিয়ে রাখতে আবার সে লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হবে নাতো!এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে-'কাজের ভাষা হয়ে ওঠার তাগিদ বাংলার কমই চিরকাল--'। রুশ বিশেষজ্ঞ রাইসা ভালুয়েভা বলেছেন-' আমার ধারণা যে বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও সুরেলা ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম।' পৃথিবীর সবচেয়ে সুমিষ্ট ভাষার মর্যাদাও এই বাংলা ভাষা। মাতৃভাষা রুপে খনি এর অর্থ বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা উচিত। চারিদিকে বাংলা ভাষাকে যেভাবে কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে তা সঙ্গত নয়। মানুষের বেশি করে এই ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহার করা উচিত যাতে এই ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।


With Best Compliments From :
সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

*Prop. Toton Saha*

**M/s. GANESH BHANDAR**

**Madhya Chayan Para**
**Ward No. 37**
**Ramani Saha More**
**Ps. Bhaktinagar**
**Dist. Jalpaiguri**

অমর একুশে

# আমার গর্বের ভাষা

শিল্পী পালিত

'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'--বাংলা ভাষা আমার গর্বের ভাষা। এই বাংলা ভাষায় আমাদের দেশের বরেণ্য ব্যক্তিরা ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গিয়েছেন তার জন্য আজও আমাদের গর্বের শেষ নেই। কবি বলেছেন ' মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম'.. মায়ের দুধ যেমন একটি শিশুর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয়, ভাষাও তাই। কবি বলেছেন--' এই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে মা মা বলে' এই বাংলা ভাষাতেই প্রথম আমার মাকে মা বলে ডাকার সুখ পেয়েছি আমি।

একবার কিছু অপশক্তি আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হল। কিন্তু মাতৃ ভাষায় কথা বলতে দেওয়ার অধিকার আদায় করে নিতে কত তাজা প্রাণ হয়েছে বলি! কি করে আমরা সেই মানুষগুলোর আত্ম বলিদানের কথা ভুলি!ঢাকার রাজপথ সেদিন রাঙা হয়ে উঠেছিল কিছু তরতাজা যুবকের রক্তে! আজও একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই মন উচাটন হয়ে ওঠে। শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ!এবং তা ব্যর্থ যে হয়নি পৃথিবীর সবচাইতে মিষ্টি ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি এর প্রমান।

ভাষা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে একমাস ধরে নানান কর্মসূচি, নানান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে বই মেলা হল অন্যতম। ঢাকার রাজপথ এই সময় আমাদের ঐতিহ্য যে আলপনা সেই আলপনায় রাঙিয়ে তোলা হয়। পাঁচিল গুলোতেও ফুটিয়ে তোলা হয় বাংলা বর্ণ, ছড়া, ভাষা শহিদদের হারিয়ে তাদের মায়েদের করুন আর্তনাদের চিত্র, মাইকে চলতে থাকা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' গানে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, গভীর আবেগে চোখে আসে জল।

আমাদের সৌভাগ্য যে এই সময়ে দুবার আমাদের ঢাকায় থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলপনা দেওয়া, পাঁচিল রঙ করা দেখেছি, বই মেলায় গিয়েছি, ঢাকার শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে খবরের ঘন্টার উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য বাপিদার লেখা ও আমার সুরে গান গেয়েছি। সেখানে অনেকের হাতেই তুলে দিয়েছি খবরের খন্টা ম্যাগাজিন।

আমার শহর শিলিগুড়িতে আমরা প্রচুর বাংলা ভাষা জানা মানুষ বাস করলেও যেহেতু শিলিগুড়ি মূলত ব্যবসার শহর বলে পরিচিত ফলে প্রতিদিন প্রচুর অন্য ভাষার লোকজনও প্রবেশ করছে শহরে। ধীরে ধীরে আমরা লক্ষ্য করছি শহরে অন্য ভাষার আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসার তাগিদে বা কাজের তাগিদে আমাদেরও প্রচুর অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে যাতে চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন আমার নিজের মাতৃভাষাকে সম্মান করি ও নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে না যাই সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। আমি মনে করি ভাষার প্রতি যদি আমাদের ভালোবাসা থাকে তবে আমরা মায়ের ভাষা কখনোই ভুলব না।

এ প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করছে যে, আপনারা অবগত আছেন যে, আমি খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা। অনেক দায়িত্বের সঙ্গে বাপিদা এখন আমাকে খবরের ঘন্টা ফেসবুক গ্রুপের দায়িত্বও অর্পন করেছেন। তার জন্য আমি বাপিদার কাছে কৃতজ্ঞ। প্রতিদিন লাইভ অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে শিল্পী নির্বাচন করতে হয়। তবে এখনকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা খবরের ঘন্টায় লাইভ করে, আমি তাদের সঙ্গে হোয়াটস আপে বা মেসেঞ্জারে সবসময়ই বাংলা ভাষা লেখার মাধ্যমেই কথোপকথন চালাই। ওরা ইংরেজি হরফে লিখ লেও আমি বাংলা ভাষাতেই প্রশ্ন বা উত্তর দিই। আমার ছেলেকে কিছু লিখতে হলেও আমি একই পদ্ধতি অবলম্বন করি। আমি চেষ্টা করি যাতে ওরা বাংলা পড়ে। ইংরেজি হরফে লিখতে গিয়ে আজকাল আমরা অনেকেই র, ড়,ু,ূ, ি,ী ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ভুলে যাচ্ছি বা আমাদের গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি বলবো বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে, আঁকড়ে ধরে আমাদের পথ চলতে হবে। এক্ষেত্রে ফেসবুকের অবদানও আমি স্বীকার করতে চাই। বাংলা ভাষায় এখ ানে আমরা সারাদিন প্রচুর লেখা পড়তে পারি। আমি নিজে এই ফেসবুকে সারাদিন প্রচুর পড়ি জানি এবং আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। পরিশেষে বলি, আমি আমার ভাষাকে ভালোবাসি সম্মান করি তাই ' ওই ভাষাতেই বলব হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা, আ মরি বাংলা ভাষা'।

*(লেখিকা শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বাসিন্দা একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা)*



# অমর একুশে ফেব্রুয়ারি

অনিল সাহা

রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার অদিকার আদায়ে ১৯৫২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রথম মিছিল সংগঠিত হয়। বাংলা ভাষা আন্দোলন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সংগঠিত একটি সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৫২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারিতে এ আন্দোলনের চূড়ান্ত রুপ ধারণ করলেও বস্তুত এর বীজ বপিত হয়েছিল বহু আগে।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষী জনগণের মধ্যে গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষী মানুষ আকস্মিক ও অন্যান্য সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি।ফলস্বরুপ বাংলা ভাষার সমমর্যাদার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দ্রুত দানা বাঁধে। ভাষাপ্রেমী ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের ভূমিকা এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি( ৮ই ফাল্গুন,১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্ম মিলে মিছিল শুরু করেন, পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের গুলিবর্ষন করে। গুলিতে নিহত হন রফিকউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল বরকত( ছাত্র), আব্দুস সালাম(পিওন),সফিউর রহমান( হাইকোর্টের কর্মচারী), আব্দুল জব্বর, আব্দুল আওয়াল(রিক্সা চালক) আরো অনেক শহিদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।শোকাবহ এই ঘটনার অভিঘাতে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার শেষাবধি ১৯৫৪ সালের মে মাসে সংবিধানের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা হিসাবে ঘোষণা করে যা বিশ্বের সাংবার্ষিকভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। এরপর ভারতে আসাম সরকার অসমীয়া ভাষাকে আসামের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন যার প্রতিবাদে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর স্টেশনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য দাবি জানালে পুলিশের গুলিতে ১১জন শহিদ হন। কুমারী কমলা ভট্টাচার্য প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ।

ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরনকরি। তাদের ত্যাগ, আত্মবলিদান সত্বেও বাংলা ভাষা থেকে বঞ্চিত বহু বাঙালি সন্তানরা। পরিশেষে আদম আলীর কথা দিয়েই শেষ করছি ' ইংরেজি আমাগো খাইছে, দ্যাশের বারোটা বাজাইছে'।

(লেখক শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের বাসিন্দা)

সকলকে মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা --

দিকে দিকে বাংলা ভাষার
চর্চা প্রসারিত হোক
নামফলক এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য
সরকারের সমস্ত নিয়োগের
পরীক্ষায় বাংলা ভাষাও ব্যবহৃত হোক

আশীষ ঘোষ

পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী
শিলিগুড়ি।

# ভাষা মানুষের নীরব চিন্তার প্রতিফলন

সজল কুমার গুহ

ভাষা কথাটি এসেছে সংস্কৃত ভাষ ধাতু থেকে অর্থ মনের ভাব প্রকাশ করা। ভাষার সাহায্যে আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকি। ভাষা মানুষের নীরব চিন্তার প্রতিফলন। বিশ্বে বর্তমানে আনুমানিক সাড়ে ছয় হাজার ভাষা আছে। জেনে অবাক হওয়ার মতো যে প্রতি চৌদ্দ দিনে পৃথিবী থেকে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায় আমাদের অজান্তেই। রাষ্ট্র সংঘের মতে এই শতাব্দী শেষে ভারতের ১৯৭ ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এখন থেকেই সচেতন হওয়া জরুরি প্রতি জন ভাষা সংস্কৃতিপ্রেমীকে। যাক আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে আনুমানিক দশ কোটি পনের হাজার ভাষা ছিল। ভারতে ১৬৫২টি ভাষা আছে যার বাইশটি ভারতের সংবিধান স্বীকৃত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কোনো জাতীয় ভাষা নেই, হিন্দি রাজ ভাষা, রাষ্ট্রভাষা নয় মোটেই। ইউনেস্কোর মতে আমার আপনার প্রিয় মাতৃ ভাষা বাংলা পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা। আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিরচিত 'জনগণ মন অধিনায়ক..' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত। এটা আমাদের গর্বতো বটেই কিন্তু শুধু গর্ব করলেতো চলবে না, নিজ মাতৃ ভাষা বাংলার প্রতি সত্যিকারেই দায়বদ্ধতা বাড়াতে হবে, প্রতি ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা একান্তই দরকার, এখানে অভিভাবকদের সচেতনতা ও দায়িত্ব জরুরি ভীষন।

এটা অবশ্যই মানতে হবে যে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ মাতৃ ভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার্থে বারবার এতো বলিদান আর কোনো ভাষাভাষীদের নাই, অথচ এতো ত্যাগ তিতিক্ষার পরও বাংলা ভাষা আজ অবহেলিত অপমানিত বাঙালিদের কাছেই এই বাংলায় বিশেষ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯শে মে প্রতি বছর আসে যায়, নানা অনুষ্ঠান হয় আবেগ অনুভূতি নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে আগের মতো চলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাতৃ ভাষা বাংলাকে অবহেলা করে। অন্য ভাষা জানলে শিখলে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তাই বলে মাতৃ ভাষা বাংলাকে প্রায় বয়কট করা বেশিরভাগেরই। এটা মহা অন্যায়, মোটেই মানা যায় না। শহিদদের বলিদানের জন্য সামান্য সৌজন্যবোধ থাকলে এমন হতে পারে না। বাইশতম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের সত্যিকারের শপথ হোক মাতৃভাষা বাংলাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ঘরে বাইরে সব জায়গায়। এই রাজ্যে অনেক সাইনবোর্ডে বিশেষ করে সরকারি কার্যালয়ে বাংলা নেই, এ যে মহাপাপ। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা নেই, যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সাইনবোর্ড শুধু ইংরেজিতে, ইংরেজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে প্রায় ৭৪ বছর আগে তবুও ইংরেজির প্রতি অতি টান যেন কমে না। বাংলা মাধ্যমের অনেক বিদ্যালয়ে বাংলা উঠে যাচ্ছে ইংরেজি স্কুলের মোহে। এমনি কতো অন্যায়-ভুল হয়ে চলছে বাংলা ভাষার প্রতি। বাংলা ভাষার মনিষীদেরও স্মরন মনন হয় না সেই অর্থে।

অন্য ভাষার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা থাকুক কিন্তু নিজ মাতৃ ভাষাকে অবহেলা করে নয়।

*(লেখক আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)*

বাইশতম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে (একুশে ফেব্রুয়ারি)
মহান ভাষা শহিদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি-

**আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি**

**ANTORJATIK BANGLA BHASHA-SANSKRITI SAMITI**

(Regd. No. S-E/246 of 13th March, 2014)

**CHITTARANJAN PARK, NEW DELHI**

SILIGURI : C/O. SAJAL KUMAR GUHA
Indira Pally, Kadamtala-734011

মহান ভাষা দিবসে সমিতির দাবি বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিক অতি দ্রুত। ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা হোক আরেও বেশি করে।

ধন্যবাদান্তে

সজল কুমার গুহ

সম্পাদক




# অমর একুশে

নিখিল সরকার

(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি মহকুমা)

শিশুর মুখের প্রথম বুলি তার মাতৃভাষায়
এরই মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।
চিন্তা, চেতনা ও মিষ্টতমভাষা বাংলা ভাষা,
বাংলা আমার প্রাণের মাতৃভাষা।
মাতৃভাষায় নিহিত মায়ের আরেকরুপ
মনিমানিক্যে ভরা এ ভাষায় সৌন্দর্য অপরুপ।
মানব অন্তরকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে ---
মাতৃভাষার অবদান পারব না ভুলতে।
ভাইবোনের প্রানের বিনিময়ে পেয়েছি ভাষাকে
শহিদেরা রয়েছে আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে।
ভাষা ছড়িয়েছে বিশ্বের সম্মানজনক স্থানে
এসব সম্ভব হয়েছে শহিদের আত্মবলিদানে।
তাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অটুট
অমর একুশের মহিমা ঘরে ঘরে ফুটে উঠুক।

# একুশে স্মরনে

সাবিত্রী দাস

(বিসিরোড,কুমার বাজার,রানিগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান)

আবেগ আকুতি রক্ত-ঝরানো একুশে ফেব্রুয়ারি,
সেই সংগ্রাম, বুকের রক্ত, কখনো ভুলতে পারি!
বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা ভয় কভু করে নাই
বুঝেছিল তারা, মাতৃভাষার অধিকার পেতে চাই।
কৃষক-জনতা রফিক, সালাম করেনিকো কোন ভুল,
তাদের সাথেই ঢেলেছে রক্ত জব্বার আবদুল।
আট বছরের অহিউল্লাহ কোন প্রেরণার বলে,
রক্ত ঝরানো আবেগে শুয়েছে বাংলা মায়ের কোলে।
অবজ্ঞা ঘৃণা তাচ্ছিল্যতে মাতৃভাষার ব্যথা,
বুঝেছিল তাই বুকের রক্তে গেয়ে গেল জয়-গাথা।
সে ফাগুন ছিল আগুন ঝরানো রক্তে-রাঙানো দিন,
গভীর আবেগ অমর একুশে শুধেছে রক্ত-ঋণ।


সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

**দিকে দিকে বাংলা ভাষার চর্চা প্রসারিত হোক**

**পাঞ্চালি চক্রবর্তী**

(সঙ্গীত শিল্পী)

বাবু পাড়া
শিলিগুড়ি
মোবাইল নম্বর ঃ ৬২৯৪৫৯০৬১১

অমর একুশে